ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা

১২ এপ্রিল ২০১৩

কার্যপত্রের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের উল্লেখ থাকলেও উক্ত সরকারের কোনো ধরনের কাঠামো ঘোষণা করা হয়নি
- বিরোধীদলীয় জোট নির্দলীয় ও অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যতীত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সরকারি দল নির্বাচন করতে না চাওয়ার কারণে একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যা প্রতিনিয়ত সংঘাতমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
- সাংবিধানিক দিক নির্দেশনা, বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক চর্চায় আস্থার সংকট প্রভৃতি বিবেচনায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন
- গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

কার্যপত্রের মূল উদ্দেশ্য সুষ্ঠু ও সকল মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার ধরন, কার্যকরতা ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা
- বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- এই পর্যালোচনার আলোকে নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং নির্বাচনকালীন সরকারের সম্ভাব্য কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব করা

কার্যপত্রের পরিধি

- বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
- বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামোর অভিজ্ঞতা
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামোর কার্যকরতা
- বর্তমান সংবিধান অনুসারে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ
- নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রস্তাব

গবেষণা পদ্ধতি

- মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে
- চেকলিস্টের সাহায্যে মুখ্য তথ্যদাতা (শিক্ষাবিদ, আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই ও ওয়েবসাইট থেকে বিষয়-সংশ্লিষ্ট পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার ধারণা

- একটি নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী সরকারের কাছে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত যে সময় বিরাজ করে তা গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

- এ অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে যে অস্থায়ী সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তা 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' বা 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে পরিচিত

- এ সরকারের মূল দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ও নতুন নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা

- এই কার্যপত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলতে মূলত অনির্বাচিত ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এবং 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' বলতে নির্বাচিত ও দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারকে বোঝানো হয়েছে

নির্বাচনকালীন সরকারের ধরন

বিভিন্ন দেশের সংবিধান অনুযায়ী মূলত তিন ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা দেখা যায়-

১. অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার (**Presumed Caretaker Government**) - ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, নিউজিল্যান্ড

২. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (**Non-party Caretaker Government**) - পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল ও বাংলাদেশ

৩. বিশেষ পরিস্থিতিতে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার (**Caretaker Government in Special Circumstances**) - লিবিয়া, মিশর, ইরাক ও আফগানিস্তান

অন্যান্য দেশের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার চর্চা

- ভারতে সংসদ বিলুপ্তির পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার অনুরোধ করেন। এই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সবগুলো দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন বা বিধানসভা কোনোভাবেই কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করে না

- অস্ট্রেলিয়াতে ক্ষমতাসীন দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ সময় দলীয় সরকার অকার্যকর থাকে এবং নির্বাচনে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে না

- নেপালে (১৩ মার্চ ২০১৩) চারটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি চুক্তি অনুযায়ী প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠিত হয় যারা নির্বাচনকালীন সরকারকে নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য যাবতীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

নব্বই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারসমূহ

সংসদ নির্বাচন	নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা
পঞ্চম সংসদ নির্বাচন (১৯৯১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)*	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার
সপ্তম সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
অষ্টম সংসদ নির্বাচন (২০০১)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
নবম সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার**

*স্বল্পমেয়াদি সংসদ

** সেনাসমর্থিত

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

- ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে ঐ নির্বাচনকালীন সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে বৈধতা দেওয়া হয়
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেন
- ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারের অধীনে শুধু ক্ষমতাসীন দলের অংশগ্রহণে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল কোনো মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি
- পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন পাশ করা হয়
- ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে সপ্তম (১৯৯৬) ও অষ্টম (২০০১) জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

- ২০০৬ সালের অক্টোবরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়
- প্রধান উপদেষ্টার জন্য সংবিধানসম্মত অন্যান্য বিকল্পগুলো বিবেচনা না করেই ২৯ অক্টোবর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন
- পরবর্তীতে এ বিষয়ে নানা বিতর্কের ফলে সৃষ্ট সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা তার পদ হতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং 'জরুরি অবস্থা' জারি হয়
- ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নরের নেতৃত্বে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়
- ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

- ২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি দায়েরকৃত ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে করা রিটের রায় ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট ঘোষিত হয় যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া হয়
- তবে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ১০ মে সংক্ষিপ্ত রায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগ
- ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়
- সুপ্রিম কোর্টের সংক্ষিপ্ত রায়ে সংসদের অনুমোদনক্রমে পরবর্তী দুইটি নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে বিধান রাখা হলেও ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার কার্যকরতা বিশ্লেষণ

ইতিবাচক দিক

- এই ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ ও ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় প্রশাসন তুলনামূলকভাবে প্রভাবমুক্ত থেকে অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পেরেছে
- এ সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলকভাবে সফল
- অধিকাংশ সময়ে এ সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদসমূহের মেয়াদ পূর্ণ হতে দেখা যায়

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার কার্যকরতা বিশ্লেষণ

চ্যালেঞ্জ

- বৈরী পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন বিলম্ব হলে সরকারের মেয়াদ কতদিন হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না
- বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বা পদোন্নতি এবং গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়
- কোনো কোনো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক এ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং বিতর্কিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার কখনো কখনো এ সরকার নিজেদের কর্মকান্ডের কারণেও সমালোচিত হয়েছে
- ২০০৭-২০০৮ সালের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনস্বার্থের বিপরীতে গিয়ে এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপ নেয় যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংবাদ-মাধ্যম নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়

অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থার কার্যকরতা বিশ্লেষণ

ইতিবাচক দিক

- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় বলে এ নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থাটি গণতন্ত্রের চেতনা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সংগতিপূর্ণ
- আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে আলোচনার সুযোগ থাকে বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহিষ্ণুতা সুদৃঢ় হয়
- রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থার কারণে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে বলে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ক যা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের অন্যতম শর্ত

অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারব্যবস্থার কার্যকরতা বিশ্লেষণ

চ্যালেঞ্জ

- ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্যদের নিয়েই এটি গঠিত হয় বলে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়
- নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বীয় পদে বহাল থেকে নির্বাচন পরিচালনা করে বলে নির্বাচন এবং প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়
- নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং অফিসার ও প্রার্থী অপহরণ, ভোটার উপস্থিতি হ্রাসের অভিজ্ঞতা দেখা যায়। ফলে জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়
- বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিতে অনাগ্রহী হয়
- নির্বাচনী ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- ক্ষমতাসীনদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গঠিত সংসদ ছিল স্বল্প মেয়াদের [১৯৯৬ (ষষ্ঠ সংসদ)]

নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে সরকারি দলের অবস্থান

অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে সরকারি দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে যুক্তি:

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দায়িত্বে থাকবেন কিন্তু কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব থাকবে না। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং উত্তরসূরি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবেন যা অন্যান্য সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য
- অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে 'ওয়ান ইলেভেন'-এর মত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে
- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ তৈরি হয়, যা বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার ব্যবস্থায় রহিত করা হয়েছে
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী বলে দাবি করা হচ্ছে

নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে বিরোধী দলের অবস্থান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবির পক্ষে বিরোধী দলের যুক্তি:

- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে যেখানে নির্বাচনী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে
- নির্বাচন কমিশনের ওপর বিরোধী দলের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আস্থাবোধ করবে না
- সরকারদলীয় মন্ত্রিপরিষদকেই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়নি
- প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে সংসদ বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
- ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ছিল মূলত তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের

পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে সংবিধানে দশম সংসদ নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ

- সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩(৩)(ক) অনুচ্ছেদ]
- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ঐ সংসদেরই সদস্যগণ নির্বাচনকালীন সরকারে বহাল থাকবেন [৫৬(৪) অনুচ্ছেদ]
- দশম সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নবম সংসদের সদস্যদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না [১২৩(৩)(খ) অনুচ্ছেদ]
- সংসদ ভাঙ্গার বা বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না [৫৭(২) অনুচ্ছেদ]

পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও কার্যকরতা বিশ্লেষণ করে এবং উভয় জোটের অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দশম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যায়:

- প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা সুস্পষ্ট করা হয়নি
- যারা এ সরকার পরিচালনায় থাকবেন তাদের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়নি
- সকলের জন্য অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ফলে বিরোধী দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে

পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ

- নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নেই
- সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ঐ আসনের প্রতিনিধি হয়ে পরবর্তী নির্বাচনে একই আসনে বা অন্য কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে তার ফলাফল এবং অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেই সংসদে আইন প্রণয়ন করার সুযোগ থাকে যার ফলে নির্বাচন ও তার ফলাফলকে প্রভাবিত করার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সংসদে রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২৪) যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংকট তৈরি করতে পারে

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং দুই ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায় দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ধরনের পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ প্রয়োজন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা ও আচরণ তার জন্য অনুকূল নয়

২. নির্বাচনী ফলাফলকে একদিকে প্রভাবিত করা এবং অন্যদিকে গ্রহণ না করার মানসিকতার কারণে নির্বাচনকালীন সরকারের ওপর আস্থার অভাব একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে

৩. এমন অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা (উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী) বাংলাদেশের জন্য 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'তে পরিণত হয়েছে

৪. দশম সংসদ নির্বাচনে সকল দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

দশম সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য টিআইবি একটি নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো প্রস্তাব করছে, যেখানে একটি সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হবে

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটির (Parliamentary Consensus Committee) কাঠামো

- বর্তমান সংসদের দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক (মোট চার থেকে ছয়জন অথবা উভয় পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সংখ্যক) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে

কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে সদস্য মনোনয়ন দিতে হবে

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি’র প্রস্তাবনা

সংসদীয় ঐকমত্য কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির জন্য মনোনয়ন আহ্বান

রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা স্পিকারের কাছে হস্তান্তর

স্পিকার কর্তৃক ঐকমত্য কমিটির প্রথম সভা আহ্বান

সাচিবিক দায়িত্ব

এই কমিটি কার্যকর থাকাকালীন এর সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন সচিব- জাতীয় সংসদ সচিবালয়

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

ঐকমত্য কমিটির কার্যক্রম

১. নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানসহ মোট ১১ সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে

২. সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে উভয় জোটের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে

৩. কমিটি নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার বাকি ১০ জন সদস্যের তালিকা চূড়ান্ত করবে

৪. কমিটি সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ দিনের মধ্যে গঠিত হয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করবে, যাতে সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে উক্ত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

ঐকমত্য কমিটির কার্যক্রম

৫. ঐকমত্য কমিটি আলোচনার মাধ্যমে কমিটির মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য দুইজনকে নির্বাচন করবে, যারা যৌথভাবে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। তারা উক্ত কমিটির মুখপাত্র হিসেবে যে বিষয়গুলো জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনসমক্ষে (সংবাদ সম্মেলন, ওয়েবসাইট) প্রকাশ করবেন, কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং সার্বিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন

৬. কমিটির সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আহ্বায়কদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সভাগুলোর সভাপতি নির্ধারিত হবে

৭. নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের সাথে সাথে কমিটি অকার্যকর হয়ে যাবে

৮. কমিটির প্রত্যেক সদস্য দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে

টিআইবি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো

কমিটি কর্তৃক নির্বাচনকালীন সরকারের সদস¨দের তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

বিকল্প ‘ক’

- ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে
- সরকারপ্রধানের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকারের অন্যান্য ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে

বিকল্প ‘খ’

- ঐকমত্য কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রস্তুত করবে
- উক্ত ১০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সরকারপ্রধানকে মনোনয়ন দেবে

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হবেন একজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত ব্যক্তি

সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন।

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

উভয় জোট থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত হতে পারবে। নিচের তিনটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য হবে

বিকল্প 'ক' → উভয় জোট থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে

বিকল্প 'খ' → নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত / নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে

বিকল্প 'গ' → শুধু অনির্বাচিত / নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের দলীয় অনুপাতের ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবে। নিচের তিনটি বিকল্পের ক্ষেত্রেই এই অনুপাত প্রযোজ্য হবে।

বিকল্প 'ক' → উভয় জোট থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে

বিকল্প 'খ' → নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও অনির্বাচিত / নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে

বিকল্প 'গ' → শুধু অনির্বাচিত / নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু-মনোভাবাপন্ন, প্রতিপক্ষ দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে

অনির্বাচিত সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

উভয় জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য, জাতীয় পর্যায়ে প্রশংসিত, সৎ, আস্থাভাজন, পেশাগত জীবনে সুখ্যাত এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিবেচনা করতে হবে

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার কাঠামো: টিআইবি'র প্রস্তাবনা

নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার

- ❑ সরকারের মেয়াদ হবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন
- ❑ এই ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। শুধু গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ❑ এই সরকারের কোনো সদস্য দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা দশম সংসদে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ঐ সংসদের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সরকারি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না
- ❑ এই সরকার শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক অপরিহার্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। বড় কোনো প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, কূটনীতি বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতে বিরত থাকবে
- ❑ সরকারপ্রধান নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন
- ❑ নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধান সব ধরনের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করবেন

নির্বাচনকালীন সরকারব¨বস্থার কাঠামো: টিআইবি’র প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রপতির সার্বিক ভূমিকা

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি:

- ✓ সরকারপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি ঐকমত্যে পৌছাতে না পারলে অনধিক ৩ জন ব্যক্তির তালিকা স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত তালিকা থেকে একজনকে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেবেন
- ✓ ঐকমত্য কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে আহ্বান করবেন
- ✓ নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিতর্কের সমাধানের প্রয়োজনে উক্ত সরকারকে পরামর্শ দিবেন
- ✓ গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।
- ✓ নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনো সদস্যকে অপসারণ বা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারপ্রধানের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন
- ✓ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটকে সরকার গঠনের আহবান জানাবেন

টিআইবি প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা

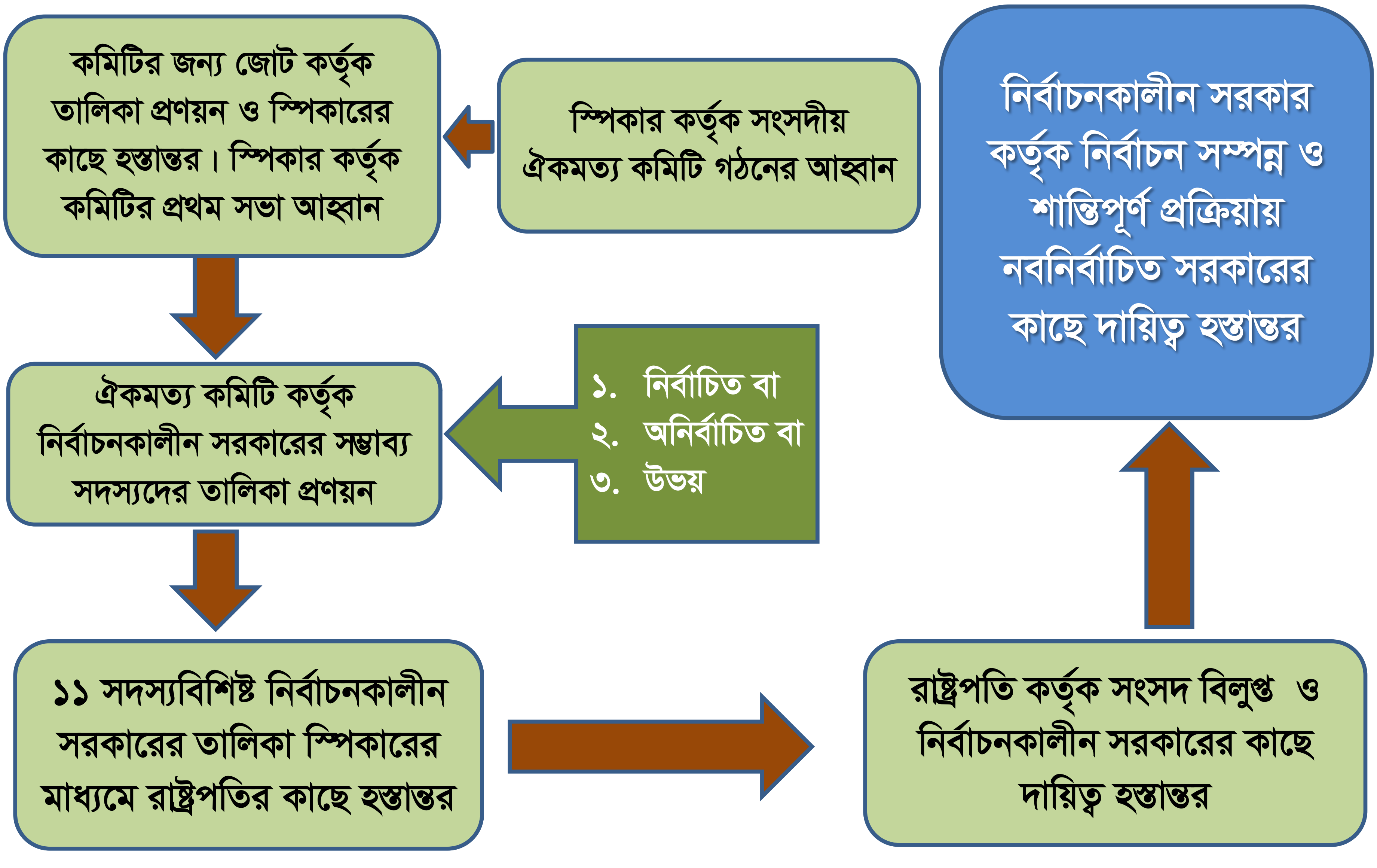

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১. প্রস্তাবিত কাঠামো ও প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হলে রাজনৈতিক দলগুলো একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে

২. নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রতি সকল দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে

৩. প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো ও প্রক্রিয়া যদি গৃহীত হয় তবে দশম সংসদ নির্বাচনসহ পরবর্তী নির্বাচনে তা কার্যকর করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে

ধন্যবাদ

রাজনৈতিক দলভেদে সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক দল	সপ্তম সংসদ (%)	অষ্টম সংসদ (%)	নবম সংসদ (%)	তিনটি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের গড় (%)
আওয়ামী লীগ	৩৭.৪	৪০.২১	৪৯.০২	৪২.২১
বিএনপি	৩৩.৬	৪০.৮৬	৩২.৭৪	৩৫.৭৩
জাতীয় পার্টি	১৬.৪	৭.২৬	৬.৬৫	১০.১০
জামায়াতে ইসলামী	৮.৬	৪.২৯	৪.৫৫	৫.৮১
অবশিষ্ট	৪.০	৬.৯৫	৭.০৪	৬.০